দৈনিক
আমাদের সময়

2 FEB 2017
8

২ বছরেই ঝরে পড়ছে আড়াই লাখ শিক্ষার্থী

সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) গুরুত্বপূর্ণ সূচক সর্বস্তরে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে সরকারের কার্যক্রমও প্রশংসার দাবি রাখে। যদিও সামগ্রিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এসব উদ্যোগ অপ্রতুল। গতকাল আমাদের সময়ের প্রতিবেদনে উঠে আসে– ৮ম থেকে দশম শ্রেণি না পেরোতেই শিক্ষাজীবন ছেড়েছে প্রায় আড়াই লাখ ছাত্রছাত্রী। এই বিশালসংখ্যক শিক্ষার্থীর ঝরে পড়ার জন্য পরিবারে আর্থিক অসচ্ছলতা, অভিভাবকদের অসচেতনতা, সামাজিক সুরক্ষার অভাব এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থাকে দায়ী করছেন শিক্ষাবিদরা।

জানা গেছে, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, উপবৃত্তি, মেয়েদের বাল্যবিয়ে নিরুৎসাহ, ইংরেজি, বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা– কোনোটাই খুব বেশি কাজে আসছে না শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে। মাত্র দুই বছর আগে ৮ম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় পাস করে ১৮ লাখ ৪৫ হাজার ৭৩২ শিক্ষার্থী। এদেরই এ বছর এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার কথা। অথচ দুই বছরের ব্যবধানে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ১৬ লাখ ৭ হাজার ১২৪ জন নিয়মিত শিক্ষার্থী। অর্থাৎ ৮ম থেকে দশম শ্রেণি না পেরোতেই শিক্ষাজীবন ছেড়েছে ২ লাখ ৩৮ হাজার ৬০৮ জন।

এতে করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-৪ (এসডিজি) অর্জনে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। এসডিজি ৪-এ বলা হয়েছে, অন্তর্ভুক্তিমূলক, সমতাপূর্ণ ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সবার জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষা সুযোগ সৃষ্টি করা। বস্তুত শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ করা না গেলে শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের বাসনা সুদূরপরাহতই থেকে যাবে। বিদ্যালয়ে না যাওয়া ও ঝরে পড়ার ক্ষেত্রে আর্থিক অনটন যেমন দায়ী, তেমনি বাল্যবিয়ে, কুসংস্কারসহ নানা ধরনের সমস্যাও রয়েছে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে দরিদ্র ও ধনীদের মধ্যে এখনো বড় ফারাক রয়ে গেছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বৈষম্য দূর করার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।